



১৪০ বাগবাজার রীডিং লাই
THE BAGHAZAR READING

THE BAGHBAZAR READING

তারিখ নির্দেশক প

DATE SLIP

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফের'

Please return the book with/

পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return	পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue
১৩১	১৯৪১	১৯৪১		

পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return	পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return

গোলকধাঁদা ।

প্রহসন ।

—:~:—

না বন্ধুতে পেবে ধোকা'য় পড়ে
শেষকালে সাব হ'লো বাদা ।
'এক এক পাকে আঠাবোঝাবে
দেবিষে দিলে গোলকধাঁদা ।

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী

প্রণীত ।

বাণেশ ট্রীট ১নং দামায়াণী পুস্তকালয় ২৫ ৩ ।

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা,—২৭ নং চর্গা চবণ মিঞা'র ঠিক,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার এণ্ড বোং'ন

নূতন বিজ্ঞানযন্ত্রে

প্রিন্টায়াচরণ বসুদ্বারা মুদ্রিত ।

27-5127
str 22 Feb
22/2/2004

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা
গাইতেছে যে, মংপ্রণীত “গোলকধাঁদা” গ্রন্থসনের অধ
শ্রীমুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষকে বিক্রয় করিলাম, উক্ত ব্যক্তির
অনুমতি ব্যতীত কেহ মুদ্রাস্থিত করিতে কিম্বা বিক্রয়
করিতে পারিবেন না, যদি কেহ উক্ত ব্যক্তির অনুমতি
স্বতীত মুদ্রাস্থিত কিম্বা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে শ্রীমুক্ত
গণেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ করিতে
পারিবেন। “গোলকধাঁদা” গ্রন্থসনে আমার নামের দাজ
অনু রহিল, লভ্যের স্বত্ব কিছুই রহিল না।

সন ১২৯১ বাল ৭ই আশ্বিন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী

সাং ধড়হ।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী	নিশ্চিতপুরের জমীদার ।
শিব প্যাগলা	দিনোদবালার স্বামী ছদ্মবেশী নগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
দেওয়ানজী	কৃষ্ণকান্ত বাবুর দেওয়ান ।
রামকুমার বাবু	„ „ মোসাহেব
হরিহর তীতি	ঐ গ্রামস্থ হঠৈনক কাপড় বিক্রেতা ।

স্ত্রী ।

দিনোদবাল	নগেজনাথের স্ত্রী ।
লক্ষী বি	দাসী

গোলকধাঁদা ।

প্রহসন ।

প্রথম অঙ্ককার ।

প্রথম ধাঁদা ।

—
শ্রীমৎস্যে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর বৈঠকখানা ।

‘তব্বা’ তেস দিয়া কৃষ্ণকান্ত বাবু আদান, পার্থে দেও ।’

একজন মৌসাহেব, সম্মুখে পাগল শিবে ।

শিবে । — না বৃত্ত পেবে মৌকাস পড়ে

শেষকালে সাব হবে কাঁদা ।

এক এক পাঁকে আঠাবো বাক

দেখিয়ে দেবে গোলকধাঁদা ॥

কৃষ্ণকান্ত । বলিস্ কি পাগল ? অর্থলোভে কেন ।

এক টাকার লোভে দেখিয়ে অসাপ্য নান্ন কব দা ।

মাসাহেব । আচ্ছ, তাওতো বটে :—ও পণেশ

দান দ্যা ?

গোলকধাঁদা ।

দেওয়ান । আমিও তো তাই বলি ;—বিশেষতঃ হুজুর

মনে করে কি না কর্তে পারেন ?

শিব ।—• ফুড়িং মারেন মেরে লাঠি ।

সাপ দেখলেই দাঁতকপাটা ॥

কৃষ্ণকায় । জাতি সাপ ময় ঔষধে বশ হয় ।

শিব ।— হেলা টোড়া বশ হয় ।

কেউটে গোখুরো কড়ু নয় ॥

ঝাড়ান্ ঝাড়ান্ ওষুদ পালি ।

বেঙাচি কামড়ের বেলা ॥

কামড়ালে পর কেউটে সাপ ॥

ভয়ে পালায় বোলে বাপ ॥

আহাম্বক যদি পায় ।

ওকা বৈদ্য ঠকিয়ে খায় ॥

আসল কথা বলছে শিব ।

দাবানল কি ফুঁয়ে নিবে ?

কৃষ্ণকায় । তবে কি হবে না ?

শিব ।— কখন তা জুলবে নাকো ।

বুখা চেষ্টা করে থাকো ॥

গোসাইহেব । পাগলের কথা কে শোনে ?

দেওয়ান । পাগলা তো বোঝে সব ।

শিব ।— ঠেকে দেখবে গোলকধাঁদা ।

দোঁকায় পড়ে হবে গাধা ॥

কৃষ্ণকায় । কত শত জীলোককে দেখেছি, আগে

গোলকধাঁদা

সতীত্ব জানিয়ে শেষে টাকার লোভ ছাড়তে পারেন না ।

শিবে ।— টাকার লোভে সতী ভুলে ।

এ কথা শুনি না মূলে ॥

বাধায় পড়ে সতী নাম ।

মনে মনে খুঁজেন স্ত্রীম ॥

যদি পান সময় স্থান ॥

ডেকে উঠে প্রেমের বাণ ॥

সতীত্ব যায় তোড়ে ভেসে ।

তারাই সতী মরি হেসে ॥

দেওয়ান । তবে যথার্থ সতী কারা ?

শিবে ।— গতিই সর্বস্ব জানে ।

চায়নাকো পরপুরুষ পানে ॥

সতীত্ব সতীরা রাখে ।

কখন পড়লে বিপাকে ॥

জলি আগুনে প্রবেশ করে ।

বুকে ছুরি মেরে মরে ॥

কৃষ্ণকান্ত । এও কি সেই রকম ?

শিবে ।— চুকে একবার দেখ ধাঁদায় ।

পাকে পাকে কত ঘোরায় ॥

যেমন রাজা মন্ত্রী তেমন ।

মিনের ভেতর পাঁচগা এমন ?

এঁরাই দেশের জমীদার ।

প্রজার জাত বাঁচান ভার ।

পাগলা মিছে মরিস্ বকে ।

ঘরে থেকে গেছিস্ ঠকে ॥

• লোকালয়ে মিছে কাঁদা ।

কেবল দেখ্‌বি গোলক—ধাঁদা ॥

কৃষ্ণকান্ত । (সক্রোধে) দেখ্‌ পাগলা ! সুখ সামলে
কণা কোন্‌, তাকে যত কিছু বলিলে ততই বেড়েছিগ্‌ ।

শিল্পে ।— ধমক ধামক মিছে দিস্‌ ।

ভয় আনায় কি দেখাস্‌ ইন্‌ ?

পাগলা শিবের কাট্‌বে গলা ?

এই দেখালেম চাটিনকলা ॥

(ভেঁ দোড় ।)

দেওয়ান । পাগলা পালালো—পালালো ।

কৃষ্ণকান্ত । ধর ধর, পালাতে দিও না ।

মোসাংহেব । (শীঘ্র উঠিয়া) এই বেটাকে ধরে আনি !

(দ্রুতগদে প্রস্থান)

নেপথ্যে ।— এখন বসে ছকুম দে ।

পাগলা কলা দেখিয়েছে ।

(মোসাংহেবের পুনঃপ্রবেশ ।)

মোসাংহেব । ছজুর ! পাগলা যেন পাখির মত উড়ে
গেল, আর দেখতে পেলেন না ।

কৃষ্ণকান্ত । যেতে দাও, তুমি বসো, একটা পরামর্শ
করি ।

মোসাহেব। যে আজ্ঞা (উপবেশন)

রুঞ্চকান্ত। দেখ, পাগ্‌লা বত ডুমোর কলে, তার ডুমোর ভাংতেই হবে। বল কি, একটা ছুঁড়িকে ভোলাতে পার্কোনা। কি বল দেওয়ান্‌জি ?

দেওয়ান। আজ্ঞে এম্মি যোগাড় কচ্চি, কাল রাত্রেই আপনি তার বাড়ী যেতে পার্কেন। ছুঁড়ীটে এখন বাড়ীতে একলা থাকে, কেবল একটা চাকরানী তার কাছে থাকে, সে বেটীকে দু টাকা দিলেই বশ।

মোসাহেব। তা বৈকি, টাকায় কিনা হয়, আমি এখনি সেই জোগাড়ে চল্লম। (উঠিতে উদাত)

রুঞ্চকান্ত। ওহে! এই গোটাকত টাকা নিয়ে যাও, যদি কিছু খুশখাষ দিতে হয়—দিও।

মোসাহেব। যে আজ্ঞা।

রুঞ্চকান্ত। (বাস্তব খুলিয়া মোসাহেবের হস্তে নোট দান) এই নাও।

মোসাহেব। দিন। (নোট লইয়া প্রস্থান)

রুঞ্চকান্ত। দেওয়ান্‌জি! তুমিও তবে যোগাড়ে পেশ, যা হতে না হয়; এখন বেলা হয়েছে স্নান করা যাক্‌গে।

দেওয়ান। যে আজ্ঞে।

সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ককারের বাদা।

দ্বিতীয় ধাঁদা ।

(পল্লিগ্রামের প্রকাণ্ড পথ, দুই পার্শ্বে বাউগাছ,
অতুরে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটা,
নাচিতে গাইতে পাগুলা শিবের
প্রবেশ ।)

শিবে ।—

বাউলের সুরে ।

সাপ করে কি পাগল হই ।

যত সহজ লোকের কায়দা দেখে

জব্ব্বব্ব হয়ে রই ॥

(দাইরে) ধর্মচাপা, কৈটে ছাপা

নালা জপ্চে যত ঐ ;——

(ভিতরে) গোলক ধাঁদা, বাহির শাদা ।

ধর্মের দফায় ঢেরা সই ।

কৈটে স্থায়তঙ্গ তর্ক মন্ত্র

বিচারে কন আগি কৈ ;

(বেড়ায়) দিয়ে ফাকি পেতে চাকি,

খাওয়ায় কেবল টকো দৈ ।

(ওরা) করে আবার কাজির বিচার

দেহ মন আঁধি নই ;——

(তবে) ভোগ্ লালসা সংসার হাশা

তোদের এখন গেছে কৈ :

বাবা ! চিন্তে পারা দায়, ধাঁদায় পড়ে আঁধার দেখছি ।
 ভারতময় যুবে বেড়াচ্ছি, ধর্ম্মে, বিদ্যায়, একতায়, স্বাধীনতায়,
 বাণিজ্যে, শিল্পে, সামাজিকে যে দিকে চাই সেই দিকেই
 গোলকধাঁদা । কেবল হিংসা, চাতুরি, অভিজ্ঞান, স্বার্থপরতা,
 ভণ্ডামী, যণ্ডামীতেই ঘুরপাক খাওয়ায় । প্রথমে ভাবলেন ভা-
 রতে ধর্ম্মের আদর বেশী, সেই পথেই একবার বেড়িয়ে দেখি ।
 পবিত্র তীর্থ কাশীতে একদিন যত্নপতির কাছে গেলেন,
 যত্নপতির হাতে গলায় কজাকের মালা, ভাবিলেন মহাদেউ
 হলেন । তাঁর নামে অনেকের মূখে লাল পড়ে, সেখানে
 অনেক বুদ্ধলোকের মুখে শুনি যে যত্নপতি একজন প্রাণ
 আনিজ্ঞ অর্থাৎ আমি কে চিনেছেন । আমিও সেই জন-
 যবে গোলকধাঁদায় পড়ে হাঁদার মত আমিকে খুঁজতে
 গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াই । শেষে খুঁজতে খুঁজতে
 দেখি কিনা আমি একটি ঘোর ভোগবিলাসী, বিশ্ববন্ধক,
 গলাকাটা, সংসারের গুটিপোকা । তাই দেখেই না আমি
 কে চিনেই ভৌঁ দৌড়—শেষে রাতায় এসে পাগলামী করে
 বাঁচি ; ভাবলেন বাবা ! অমন আমি চাইনে, তুনি ভাল ;
 শেনকালে আমি চিনে কি একটা পৃথিবীর খণ্ডপ্রলয়
 কর্কে ! তার ছদিন চারদিন বার, ওস্ত শুস্তে শুনি কি
 না, আর এক আনিজ্ঞ আছে, তাঁর নাম নিশানাথ । আবার
 প্রাণ হামাগুড়িদে উঠলো, নতুন করে একবার দেখেই
 আমি না কেন, আমি কে ? কাছে গিয়ে দেখি, দাড়িতে
 হাঁটতে লাগান ত্রিকোণে এক বৃদ্ধ বসে আনিজ্ঞ । প্রাণ

ভক্তি শ্রদ্ধা হলো, হবেও বা, দেখা হতেই তিনি অনেক
 বল করে বসালেন। এমন সময়ে এ কথায় ও কথায় আমি-
 কের কথায় খোঁচা উঠতে বিচার এসে হাজির, শেষে হাত
 আমি নই,—পা আমি নই, দেহ আমি নই, ক্রমে স্ত্রীত্ব,
 কামিনীত্ব, জ্ঞানত্ব, কত তত্ত্ব উঠলো। পরে মনোময়—
 কোষ, অন্নময়—কোষ, জ্ঞানময়—কোষ, তারপর বিশ্বনাথ
 খুঁড়ো প্রসাব কতে উঠে মধুকোষ দেখিয়ে বায়ুদোষ আরম্ভ
 করলেন। ভাবলেন সৰ্ব্বনাশ! খুঁড়োর অপানদেশ দিয়েই
 বৃষি আমার জড় বেরুচ্ছে। আর চূপ করে থাকতে পারেন
 না, বল্লম খুঁড়ো ভাল করে কাছা এঁটে আমিকে ধরে
 রাখ, যেন আমার জড়শুদ্ধ না বেরিয়ে পড়ে। যেই বলা
 খুঁড়ো আর কোথায়? তখন তেলে বেগুনে জলে উঠ
 বিচারে আমি কে “সোহং” ছেড়ে “কন্তং” বৈদিক
 বলে গালাগালির পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ হলো। সেই ক্রোধের
 সময় কান্ডিতে আমি, হাঁচিতে আমি, কথায় আমি, অপান
 বায়ুতে আমি, অজ্ঞপ্র বেরুতে লাগলো। ভাবলেন কি
 বিপদ! একেবারে আমার ভাঙারে খোঁচা দিয়েতো ভালকর্ম
 করিনে, খুঁড়ো যে আমাকে আমিতে ভরিয়ে দিলে দেখি!
 আবার বল্লম খুঁড়ো থাম, নব্বার বন্ধ কর, নতুবা সব আমি
 বেরিয়ে যায়। এ কথায় খুঁড়ো ভয়ানক রেগে আমিকের
 বেগ আর সঞ্চরণ কর্তে না পেরে কাছার কাপড়ে আমিকের
 জড় বার করে ফেলেন? তাই দেখেই আমি সেখান থেকে
 ভৌঁ দৌড়ে রাস্তায় এসে গমন ধল্লম;—

চিন্তে গিয়ে অহংকার ?
 যত ভণ্ড বলে অহং সোহহং
 কোহহং তব্ব নাইকো আর ॥
 যত সব, ভক্ত বিটেল বিষম খটেল
 কেবল বলে সার বিচার ;—
 পড়ে গোলক ধাঁদায় মায়া'র বাপায়
 বেরিয়ে পড়ে অহঙ্কার !
 (আমায়) যত খলে পাগল বলে
 এর চেয়ে কি অবিচার ;—
 তারা জানে না যে পাগলভাবে
 আমি কেটা তুমি সার ।
 দেখ বারি হতে উঠে বিশ্ব,
 বিশ্ব আমি ভ্রম সবার ;—
 (ক্রমে) বারিতে শিশাবে বিশ্ব,
 বারিই তুমি মূলধার ॥

তার পরে যেখানেই যাই, সেইখানেই গোলকধাঁদা।
 দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, মগাঙ্গ, যা দেখি সকলই ধোঁকা,
 জিলিপির পাক। তখন ভাব্লেম দূর হোক সংসারিদের
 কাছে থাকিগে, শেষে তাদের কাছে এসে অবাক, একে
 বারের পাপের স্রোত বয়ে বাজে, সর্কনাশের শীলে বুজি
 হচ্ছে, এখনও যে সৃষ্টি প্রলয় হয় না কেন, তাই ভাবছি ;—

(চিন্তা)

গোলকধাঁদা ।

(কাপড়ের মোট মাগায় হরিহর

তাঁতির প্রবেশ ।)

হরিহর । চাই শাড়ি কাপোড় ;—

শিবে । এই তাঁতি বেটা আস্চে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে
গেকে এরও ভাব দেখা যাক । (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি ।)

হরিহর । চাই শাড়ী কাপোড় ;—(স্বগতঃ) এত
চেষ্ঠা কচ্চি হাত লাগ্‌চে না, বাঃ—ছুঁড়ীটের কি চেহারা !—
আমারতো মুণ্ড ঘুরে গ্যাছে, চেষ্ঠা কর্তে ছাড়্‌বো না, দেখি
হাত লাগে কি না । (উঠেঃ স্বরে চাই শাড়ী কাপোড় ।)—

শিবে । (স্বগতঃ) এবোটোরও যে দেখি পতিব্রতার
ধর্ম্মনষ্ট কর্তে ইচ্ছে, দেখি, কঙ্কুরের জল কঙ্কুরে মরে ।

হরিহর । (নগেন্দ্র বাবুর দ্বারের নিকটে গিয়া) চাই
শাড়ী কাপোড়, মা ঠাকরণ ! কাপড় নেবেন গা !

(সহসা দ্বার উন্মোচন করিয়া বিনোদবালার প্রবেশ)

বিনোদ । হরি হরি ! কেমন কাপড় তোমার দেখি বাপু ।

হরিহর । (সাহ্লাদে) এই দেখুন না মাঠাকরণ (কাপ-
ড়ের বস্তা খুলিয়া দেখাওন ।)

বিনোদ । (একষোড়া কাপড় মনোনীত করিয়া)
হরিহর ! এ যোড়ার দাম কত ?

হরিহর । আজ্ঞে নিন্ না, আপনার সঙ্গে আর দরদস্তুর
কি ? য ষোড়া ইচ্ছে ত যোড়া নিন, দামের জন্তে ভাববেন না
যবে হয় তবে দেবেন ।

বিনোদ । (স্বগতঃ) ওঃ এবোটোর মনে কি নরক !

আমি একলা স্ত্রীলোক বাড়ী থাকি বলে সকলেই আমার সতীত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা করে। জমিদার, দেওয়ান, মোসা-হেব, রামকুমার পর্যন্ত আমাকে বিরক্ত করেছে। আমিও প্রাণ থাকতে সতীত্ব নষ্ট করবো না, এতে ধর্ম আমার অবশ্য রক্ষা করবেন। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক) ওঃ তিনি নিউদেশ, আমার যে এখন কি দশা তা জানেন না। নাথ! আমার কি অপরাধে পরিত্যাগ করে গেলেন, এত দিন প্রাণভ্যাগ কত্নম, কেবল আশার বেঁচে আছি। ধন্য শিবু পাগল! সে আজ আমার যে পরামশ দিয়েছে, তাতে আজ সকলেই গোলকধাঁদা দেখবে। রামকুমারকে আস্তে বলেছি দণ্ড ছই রাত্রে, দেওয়ানকে বলেছি এক প্রহরের সময়, জমিদারকে বলেছি ছই প্রহরের সময়, এখন বুদ্ধি খাটিয়ে এ বেটাকে সন্ধ্যার সময় আস্তে বলি।

হরিহর। মাঠাকুরুণ কি ভাবছেন?

বিনোদ। ভাবিচি হরিহর! তোমার মনের ভাব কি বুঝতে পাচ্ছিনে।

হরিহর। (খতমত খাইয়া) আজে না, মনের ভাব এমন কিছুই নয়, তবে কি—পায়ে রাখলেই হয়।

বিনোদ। দেখ হরিহর! তুমি অস্পৃশ্য জাত, তোমার দেহ পবিত্র না হলে ত স্পর্শ করতে পারিনে। যদি আমার ঘরে আসতে চাও, তবে এক কন্ম কর, আজ মাথা মুড়িয়ে হবিশ্য করে থেকো, কাল উপবাস করে সন্ধ্যার সময়ে আমার ঘরে এসো।

হরিহর । (মাছ্লাদে) আজ্ঞে তা তা যা আজ্ঞা করেন
এখনই করিগে, মাথা মুড়িয়ে আজ হবিশি কর্ব, কাল উপ-
বাস করে এক্ষণে সময় আসবে । আজ্ঞা করেছেন ভাল, দেব-
তার সহবাস । তা এখন যে কযোড়া কাপড়ের দরকার নিন ।

বিনোদ । আর দরকার নাই, এই যোড়াই নিলেম ।

হরিহর । সে আজ্ঞা । (কাপড়ের বস্তা বান্ধিয়া) যখন
যা দরকার হবে, বস্তাই চাকর এনে হাজির কর্বে । এখন
তবে আসি—

বিনোদ । এসো, মনে ঘেন থাকে ।

হরিহর । আজ্ঞে, না মলে তো ভুলবো না ।

(হরিহরের প্রস্থান ।)

(দ্বারবন্ধ করিয়া বিনোদবাণীর প্রস্থান ।)

শিবে ।— (গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া)

নিউদ্দেশে আছে পতি ।

সতীত্ব তোর দেখবে সতী ॥

মনে কর দূরে আছে ।

ছায়ার মত ঘুরচে কাছে ॥

খাঁটি হলে পরীক্ষায় ।

পতি পাবে পুনরায় ॥

শক্ত ধর্মের আল বাঁধ ।

প্রথম দেখ গোলকধাঁদা ॥ (প্রস্থান ।)

ইতি প্রথম অঙ্ককার ।

সমবেত বাদ্য ।

যবনিকা পতন ।

দ্বিতীয় অঙ্ককার

প্রথম দৃশ্য ।

∴ (বিনোদবালার গৃহ ।)

(বিনোদবালার আসীনা ।)

বিনোদ । (স্বগতঃ) আমি ত চারজনকেই আসতে
নগেছি, কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে, আমি স্ত্রীলোক
তাদের জ্ঞান করবো কি করে ? এই সময় একবার শিবপাগল
আসতো ভাল হতো, তা হলে জ্ঞান করবার উপায়টা জেনে
নিতেম, কারণ সেই আমাকে তাদের ঘরে এনে জ্ঞান কর্তে
বলেছে । (ক্ষণেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক) উঃ !—
আমার মন কেন এমন হলো ? আমার তো এমন কুপথে
কখন মন যায় না, তবে পাগলের দিকেই মন টানচে কেন ?
ঠিক সেই মুখ সেই চোক, তবে সেই কি ? না—না ভয় !
এ অদৃষ্টে কি তেমন সুখমিলন ঘটবে ? চার বছর মাত্র
পতি কাছে ছিলেম, দশ বছরে বিষে হলো, দুই বছর তো
পতি কেমন জান্তেমি না, কেবল দু বছর পতি চিনে
ছিলেম । উঃ—তঁার পর না জানি কি দোষে আমাকে
পরিত্যাগ করে গেলেন । আমি ত জানে তাঁর কাছে কোন
দোষ করিনে, তবে পরিত্যাগ করলেন কেন ? দু বৎসর নিউ-

দেশ হয়েছেন; তার বছর খানেক পরে শিবপাগ্লা এসেছে। পাগ্লাকে দেখেই—না আর মুখে আনবে না, মনে পাগ করনা, সতীষে কলঙ্ক! স্বামী ভিন্ন ভ্রমেওতো অন্ত্রপুরুষকে চিন্তা করিনে, তবে কেন আমার মন এমন হলো?—(চিন্তা)

(শিব পাগলের প্রবেশ)

শিব। বিনোদ! বসে কি কচ্ছ?

বিনোদ। (স্চকিতে দৃষ্টি) এসো এসো, ভাবটি কি, তারা এলে জন্ম কর্কে কি করে? সে কথাত তুমি আমাকে বলে দাওনি?

শিব। (বিনোদের কাণে কাণে)

বিনোদ। তুমি থাকবে না?

শিব। না।

বিনোদ। আদার বড় ভয় হচ্ছে, আমি জীলোক, চারজনের সমুখে কেমন করে কথা কব?

শিব। একটু সাহস কর, এ রকম না কলে ওরা সর্ব্বদাই বিরক্ত কর্কে; এমন কি তোমার উপর অত্যাচার কর্তেও ছাড়বে না।

বিনোদ। আচ্ছা আমি সাহস কর্কে, কিন্তু তুমি লুকিয়ে থাকলে আরও ভয় হবে। কি জানি যদি কোন রকম ব্যাবস্থা ঘটে; তা হলে তুমি রক্ষা কর্তে পার্কে।

শিবু । না, কোন মতেই থাকতে পারেনা না, এখন তোমর যা বিবেচনা কর হয় কর ।

বিনোদ । আচ্ছা যাও যাও, দেখবে আমি পতিততা ধর্ম রক্ষা করবই করব । এঁই এখন অবধি আমি একখানি তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরী হাতে করে রাখি, জব্ব কর্তে না পারি, শেষে আত্মহত্যা করে সত্যি রক্ষা করব, তারা কখনই আমাকে স্পর্শ কর্তে পারেনা না ।

শিবু । সতীর তো প্রতিজ্ঞাই এই । (স্বগতঃ) আর না পরীক্ষার শেষ সীমা হয়েছে ?—বিনোদ !—জন্মের মত বাধলে ।

(প্রস্থান ।)

বিনোদ । গেলে ? গেলে ? ওঃ—আমার মন যে ক্রমেই উতলা হয়ে উঠলো । পাগল কে ? নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে সেই । সেই মুখ, সেই চোক, সেই গলার স্বর ; তবে কি বিধাতা হুদিন দিলেন, তাই বোধ হচ্ছে, নতুবা আমার মন তো কখন বিচলিত হয়নি, তবে পাগলকে দেখে হলো কেন ? বোধ হচ্ছে পাগল প্রকৃত পাগল নয়, ছদ্মবেশী পাগলিনীর পাগল !—(সজল নয়নে) যদি তাই হও, তবে আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও ? দাসী চরণে কি অপরাধ করেছে ?—

(লক্ষ্মীর প্রবেশ ।)

লক্ষী । বোমা ! বেলা গেল, এখনও বসে, গাটা ধোবে না ?

বিনোদ । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক) লক্ষী ।
বস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ।

লক্ষী । কি বল,—অত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচ কেন ?—

বিনোদ । পাগলকে দেখে অবশি—ওঃ—আমার——

লক্ষী । বোমা চুপ কর, আর বলতে হবে না, আমি
তোমাকে এতদিন ভয়ে বলিনি ; আমারও ঠিক দাদাবাবু
দাদাবাবু বলে বোধ হচ্ছে, আমি কোলে পীঠে করে নাহয়
করেছি ;—আমি বেশ চিন্তে পারি ।

বিনোদ । (আহ্লাদে) তবে আর সন্দেহ নাই । এখন
কুই যা, ঘরবার ঝাঁট দিগে যা, সন্ধ্যা হলেই সব আসতে
থাকবে । আমি এখন গা ধুয়ে আসি ।

লক্ষী । আচ্ছা ।

(এক দিক্ দিয়া বিনোদবাবুর প্রস্থান
অপর দিক দিয়া লক্ষীর প্রস্থান)

ইতি প্রথম ধাঁদা ।

দ্বিতীয় অঙ্ককার ।

দ্বিতীয় খান্দা ।

(বিনোদবালার গৃহ ।)

লক্ষ্মী । (স্বগতঃ) এই ত পিঙ্গীম টিঙ্গীম সব দেওয়া হয়েছে । এক তাল মাটিও এনে রেখেছি ; তুলোর ডোলটা ঐ পাণ্ডেশ্বর অঙ্ককার ঘরে রেখেছি, এখন চিটে গুড়িও গাম্‌লাটার ঢাকা খুলে রেখে আসি ।

(অন্তরালে গমন কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ ।)

এই তো সব হলো, এখন একটু বসি ;—(উপবেশন)
বেটাদের কি আক্কেল, গেরস্তাদের বৌদ্ধির ওপরও নমন ?—
তা আবার নষ্ট নয় ছুঁট নয়, নির্মল গঙ্গার জল, তাকে নষ্ট করবার চেষ্টা ? গোলায় যাবেন গোলায় যাবেন ;—

নেপথ্যে । (দ্বারে ঢোকা মারণ)

লক্ষ্মী । (সচকিতে উঠিয়া স্বগতঃ) ঐ হরে তাঁনি
খুঁটী এসেছে বুঝি, যাই হোক খুলে দিইগে, তার গর
ওর শ্রদ্ধ হবে এখন ।

(প্রস্থান ও হরিহর তাঁতিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।)

হরিহর । লক্ষ্মী ! বোঁঠাকুঞ্চ কোথায় ?

লক্ষ্মী । তিনি রান্নাঘরে খাবার দাবার তয়ের বচ্ছেন,
তুমি এইখানে বস ।

(মাহুর বিছাইয়া দেওন)

হরিহর । (উপবেশন পূর্বক) লক্ষ্মি !—আজ আনন্দ কি আনন্দ ?

লক্ষ্মী । কাঁয়েই, এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে উট্টে ।

হরিহর । লক্ষ্মি ! বলতে কি—বোঁঠাকুণকে দেখে অবধি আমি পাগলের মত হয়েছিলেম, নিত্য কাপড় বেচবার ছুঁশো করে আস্তেম, কাল যেমন বল্লেন আজ মাথা মুড়িয়ে হবিগি করে থাকে, কাল উপোশ করে আমার কাছে এসো ; তখনি আফ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ীতে গিয়ে আগেই মাথা মুড়ুলেম, তার পর কাল বিকেল বেলা হবিগি করে ছিলেম, আজ সমস্ত দিন উপবাস করে এই সন্ধ্যার সময় এলেম । আজ সমস্ত দিন কাটা কৈ নাছের মত ছট্ ফট্ ছট্ ফট্ করেছি, দিন আর যায় না, উপোষের জন্তু খুঁট নয়, দেখবার জন্তে প্রাণ মেন বেরোয় বেরোয় নোদ হলো । এখন এসে হাঁফ ছেড়ে বৈচেছি । কিন্তু এখনও প্রাণটার ভেতর নওলা দওলা কছে, যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ স্থির হতে পাচ্চিনে ।

লক্ষ্মী । তা বৈকি ?—(স্বগতঃ) উঃ—জুওটার দগ দেখ, ইচ্ছে করে পেংরে বিষ ঝেড়ে দিই ।

নেপথ্যে । (দ্বারে করাঘাত)

হরিহর । (সভয়ে) লক্ষ্মি ! আবার দ্বোরে টোকা মারে কে ?

লক্ষ্মী । বলতে পারিনে ; দেখে আসি ।

(প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ)

লুকোও লুকোও, রামকুমার বাবু আস্চে ।

হরিহর । (সভয়ে) অঁ! রামকুমার বাবু ? তবে
লুকুই কোথায় ?

লক্ষী । এই চোরা কুঠুরীর ভেতর লুকোও ।

হরিহর । আচ্ছা তাই লুকুই (সগতঃ) নোটোর
চরিত্র নিকছুই বঝতে পাচ্চিনে ।

(চোরা কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ ।)

(লক্ষীর প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে রামকুমার বাবুকে

লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।)

রামকুমার । কৈ কি ! নৌ কোথায় ?

লক্ষী । তিনি রান্নাবরে খাবার তয়ের কচ্ছেন । আপনি
বসুন !—

রামকুমার । আচ্ছা বসি । (উপবেশন ।) কি !
আগে তোর কত থোমানোদ করেছি, তুই রাজী ভয়
কেন বল দেখি ?

লক্ষী । আমি কি করব বাবু ! যার রাজী হবার কথা,
তিনি না রাজী হলে আমার রাজীতে কি হবে ?

রামকুমার । ঠিক কথা । যা হোক আজ নৌ আমার
ওপর সদয় হয়েছেন । (ক্ষণেক পরে) কৈ ? এত দেরি
হ'লো এখনো আস্চেন না যে ?

লক্ষী। অত উতলা হয়েনা বাবু! বে হলে কি আর
যর চলে না?

নেপথ্যে (দ্বারে টোকা মারণ)

রামকুমার। (চমকিতে) ও কি কি!—দ্বোরে যা
নারে কে?

(দ্রুতভাবে বিনোদবালার প্রবেশ।)

বিনোদ। কি! কি! বেওয়ানজী মশায় এসেছেন।

রামকুমার। (সভয়ে) আঁ! দেওয়ানজী এসেছেন!
আমি লুকুই কোথায়—বৌ! তবে আনায় আস্তে বলে-
ছিলে কেন!

বিনোদ। উনি আসবেন আমি জাস্তেন না, আপনি
একটু লুকিয়ে থাকুন, উনি এখনি চলে যাবেন।

রামকুমার। কোথায় লুকুই!—

বিনোদ। এক কর্ম করুন, আপনি এই কোনে বসুন,
আমি একখানা ময়লা কাপড় ঢাকা দিয়ে মাথায় একতাল
কাঁদা দিই। তার ওপর একটা পিঙ্গীম জেলে দিই, মনে
কর্ষন, দেয়কোর ওপর পিঙ্গীম আছে।

রামকুমার। আচ্ছা তাই দাও।

বিনোদবাল। আপনি তবে কোণে বসুন।

রামকুমার। (কোণে উপবেশন, বিনোদবাল। কর্তৃক
প্রদীপাদি মন্তকে স্থাপন।)

বিনোদ । কি ! দেওয়ানজী নশাবকে নিয়ে আসি,
যদি ততক্ষণ রান্না ঘরে যাই ।

লক্ষী । আচ্ছা ।

(বিনোদবালার প্রস্থান)

[লক্ষীর প্রস্থান ও দেওয়ানজীকে লইয়া

[পুনঃ প্রবেশ ।]

দেওয়ানজী । কৈ কি ! বাড়ীর গিন্নি কোথায় ?

লক্ষী । আপনি ঐ খাটে বসুন, তিনি খাবার দাবার
তয়ের করে নিয়ে আসছেন ।

[অবগুষ্ঠনাবৃত্তা বিনোদবালার প্রবেশ]

দেওয়ানজী । এই যে মেঘ না চাইতে জল ।

বিনোদবালা । কি ! বল্‌না, চাতকের সৌভাগ্য ।

দেওয়ানজী । (সহাস্তে) হাপাহা ! বটে, বটে, এই
যে বৌ কথা জানে । ভাই আগে যদি রাজী হতে, তাহলে
সোণায় মুড়ে ফেলতেন । সে আমারি অদৃষ্ট ক্রমে হয় নি,
যা হোক, আজতো তোমার জেতে একসুট জড়োয়া গহনা
এনেছি, এই নেও পর, আমি দেখে নয়ন সার্থক করি ।

বিনোদবালা । আজ্ঞা, এখন রেখে দিন, খাবারদাবার
নিয়ে আসি খেয়ে দেয়ে নিন, তারপর গহনা পরো এখন ।
(স্বগত)



৪৫০
১২৭৬৬
১২/১২/২০০৬

[প্রস্থান ।

দেওয়ানজী । আঃ—একটু দাঁড়াও না, অত ব্যস্ত কেন ?
পেট হাতে করেতো আমি, দুটো রসিকতাই করা যাক ।
নেপথ্যে । আমি এখনি আস্চি ।
নেপথ্যে । [দ্বারে আঘাত]
দেওয়ানজী । (সচকিতে) ঝি ! ও কিও ?
লক্ষ্মী । বলতে পারিনে বাবু ।

[দ্রুতপদে বিনোদবালার প্রবেশ ।]

বিনোদবালা । ঝি ! ঝি !—জমীদার মশায় এসেছেন ।
দেওয়ানজী । কি জমীদার মশায়—কৃষ্ণকান্ত বাবু ?
বিনোদবালা । হ্যাঁ ।
দেওয়ানজী । (সভয়ে) তবে আমি কোণায় লুকুই—
বিনোদবালা । কেন বস্‌না, একসঙ্গে ইয়ারকী দেবেন ।
দেওয়ানজী । (সভয়ে) অ্যা ! তোমার মনে এই
ছিল, এখন তামাসা রাগ, তোমার পায় পড়ি বল, কোণায়
লুকুই ?
লক্ষ্মী । ঐ পাণের ঘরে বড় একটা গাম্‌লা আছে,
তার ভেতর বসে থাকুংগে, বাবু চলে গেলেই বেরোবেন
এখন ।
দেওয়ানজী । আচ্ছা, সেই ভাল ।

(অস্থান ।)

নেপথ্যে । ইঃ !—এষে চিটে শুড়ের গাম্‌লা, গা-ময়
লেগে গেল, এর ভেতর থাকুবো কি করে ?

লক্ষ্মী । তবে এক কৰ্ম কর, ওর পাশেই একটা বড় ডোল আছে, তার ভেতর লুকোও ।

নেপথ্যে । আচ্ছা আচ্ছা ।—(ক্ষণেক পরে) • ইঃ—
এতে যে তুলো, চিটে শুড়ের সঙ্গে গা-ময় জড়িয়ে গেল ।

বিনোদবালা । (সহর্ষে) তবে হয়েছে ভাল, বেরিয়ে আসতে বল ।

নেপথ্যে । আচ্ছা যাই ।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ ।)

বিনোদবালা । লক্ষ্মী ! এক কৰ্ম কর, গলায় একগাছা দড়ি দিয়ে খাটের পুরোর সঙ্গে বেঁধে রাখ, মনে কর্কেন একটা ভেড়া বাঁধা আছে ।

লক্ষ্মী । (দড়ি লইয়া) এহো তোমার গলায় দিই, তুমি হাঁটু গেড়ে বসে থাক ।

দেওয়ানজী । আচ্ছা দাও, আমি এই বস্টি । (স্বগতঃ)
ওঃ—কেন মন্তে এখানে এসেছিলেম, এতও অদৃষ্টে ছিল, শেষে ভেড়া হতে হলো !

(হাঁটুগাড়িয়া উপবেশন ।)

লক্ষ্মী । (গলায় দড়ি দিয়া খাটের সহিত বন্ধন ।)

বিনোদবালা । বি !—এই বার জমীদার মশায়কে নিয়ে আয় ।

লক্ষ্মী । যাই । (লক্ষ্মীর প্রস্থান, কিঞ্চিৎ পরে কব-
কান্ত বাবুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।)

কৃষ্ণকান্ত । আজ আমার কপাল সুপ্রসন্ন বলতে হবে ।
বিনোদ । কি বলনা, ওঁর কেন আমারি কপাল সুপ্রসন্ন,—
কারণ জমীদার মণীষের আমার ওপর নজর পড়েছে ।

কৃষ্ণকান্ত । না না আমারি কপাল সুপ্রসন্ন, রত্ন কাকেও
অশ্বেষণ করে না, রত্নকেই সকলে অশ্বেষণ করে । ওখান
দাড়িয়ে কেন,—কাছে এসে বসো না ।

বিনোদবালা । আচ্ছ না, আপনার জেছে খাবার আনি ।

(প্রস্থান খাবার লইয়া পুনঃ প্রবেশ ।)

শি ! জায়গা করে দাও ।

লক্ষ্মী । (আসন প্রদান)

বিনোদবালা । (ভোজন দ্রব্য রাখিয়া) আহাব কর্তে
বসুন ।

কৃষ্ণকান্ত । (আহ্লাদে) আচ্ছা বসি । (ভোজন ও মুখ
প্রক্ষালন করিয়া থটায় উপবেশন)

বিনোদবালা । (তাস্ত দান)

কৃষ্ণকান্ত । কাছে এসে বসনা ।

বিনোদ । (মৃদুস্বরে) আপনি যদি না রাগ করেন
এক কথা বলি ।

কৃষ্ণকান্ত । সচ্ছন্দে বল, তোমার কথায় রাগ করব !

বিনোদবালা । দেখুন, আমি অদলা" বুদ্ধিতে একটা
প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে আনায় ঘোড়ায় চড়াতে পারবে,
তায় নহিত প্রণয় করব ।

কৃষ্ণকান্ত । (সহাস্তে) তার জন্ত ঠিক কি, আমি এখনি ঘোড়া আনাচ্ছি । (উঠিতে উদ্যত ।)

বিনোদবালা । বসুন, বসুন, সে ঘোড়াই আদর্শক নাই, আমি বার সঙ্গে প্রণয় করি, তার মুখে লাগাম, পীঠে জীন দিয়ে ঘোড়া মাজিয়ে তার পীঠে একবার চড়লেই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় ।

কৃষ্ণকান্ত । (সহাস্তে) কি ছেলেমানুষ ! ভাল ভাল, তোমার পিরিতের ঘোড়া হওয়াও ভাল ! কৈ জীন লাগাম নিয়ে এস, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর ।

বিনোদবালা । ঝি ! নিয়ে আস তো ।

লক্ষ্মী । বাই ।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান কিঞ্চিৎ পরে জীন লাগাম
চাবুক লইয়া প্রবেশ ।)

বিনোদবালা । বাবুকে পরিয়ে দে ।

লক্ষ্মী । আপনি নিচে নেবে হাঁটু গেড়ে বসুন ।

কৃষ্ণকান্ত । আচ্ছা । (স্তম্ভাকরণ ঝি কর্তৃক জীন ও লাগাম পরাওন ।)

শিবে । (সহসা খাটের নীচে হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণকান্তের পীঠে চড়িয়া বীর হস্ত হইতে চাবুক গ্রহণ পূর্বক)—
হেট হেট কদমে চল শালা ! (চাবুক প্রহার)

কৃষ্ণকান্ত । (সন্ধ্যাতরে) বাবারে গেলুম রে, — (উল্লিখিত উদ্যত)

লক্ষ্মী ও বিকৌদ । (সচকিত্তে দৃষ্টি)

শিবে । শালার ঘোড়া ! বেদড়া ? — চল ! (প্রহার)

কৃষ্ণকান্ত । (সন্ধ্যাতরে) শিবু ছাড় ! তোঁর পায়ে পড়ি ।

শিবে । শিবু কোন্ শালা ? আমার নাম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেমন শালা ; আনার জীর সতীত্ব নষ্ট কর্কিনে ? চল শালা চল ! —

কৃষ্ণকান্ত । (সভয়ে) কেও নগেন বাবু ? আনার বাট হয়েছে, আগি আর এমন কস্ম কর্ন না । এই আমি নকে খত দিচ্ছি । তোমার জী আনার মা, তুমি আমার ধরম বাপ !!

নগেন্দ্র । দে শালা নাকুখত দে ।

কৃষ্ণকান্ত । এই দিই বাবু ! — (নাকুখত দেওন)
নগেন বাবু ! এখন আগায় ছেড়ে দাও, আমার প্রাণ যায় ।

নগেন্দ্র । আর পাক ছুই ঘোর তবে ছাড়বো গোলক-
ধাঁদা দেখ ।

কৃষ্ণকান্ত । (মজলনয়নে) নগেন্ বাবু ! যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে খুব গোলকধাঁদা দেখিয়েছ, আর পারিনে । অাচ্ছা মরে মরে ও এই হু পাক বুর্চি । —

(ঘুরিতে ঘুরিতে) —

না বুঝ্তে পেরে ধোঁকায় পড়ে

শেষকালে সার হলো কাঁদা ।

এক এক পাকে আঠারো বাঁকে
দেখিয়ে দিলে গোলকধাঁদা ॥

নগেন্দ্র । (সজোরে) —

তুইও বেটা যেমন গাধা ।

(এই) একেই বলে গোলকধাঁদা ॥

(গলা ধাক্কা দেওন ।)

(উঠিতে পড়িতে কৃষ্ণকান্তের প্রস্থান ।)

নগেন্দ্র । (দেওয়ানজীকে দৃষ্টে) এটা কি ? —

লক্ষ্মী । ও একটা ভেড়া ।

নগেন্দ্র । আজ ভেড়াটাকেও চাব্কে টিট কর্ক । (প্রহার)

দেওয়ানজী । (চীৎকারপূর্বক) নগেন বাবু ! রক্ষাকর,
আমাকে আগে মেরোনা, এই আমি নাক খত দিচ্ছি, আর
আমি এমন কর্ম করোনা ।

নগেন্দ্র । আরে কেও দেওয়ানজি !—নাও নাকে খত
দাও । এই যে দিচ্ছি ভেড়াটা হয়েছে ।

দেওয়ানজী । এই নাকে খত দিচ্ছি । (নাকে খত
দেওন)

নগেন্দ্র । (বাঁধন খুলিয়া)

ভেড়া হয়ে ছিলে বাঁধা ।

এখন দেখ গোলকধাঁদা ॥

(সজোরে পদাঘাত ।)

(উঠিতে পড়িতে দেওয়ানজীর প্রস্থান ।)

নগেন্দ্র । লক্ষ্মী !—কোণে কিসের ওপর প্রদীপ রেখেছিন্ ।

লক্ষী । (সহাস্তে) ও একটা দেহকো-বুঝি ।
নগেন্ । দেহকোর কি হাত পা আছে ? (সজোরে চাবুক
প্রহার ।)

রামকুমার (গড়াইয়া পড়িয়া) নগেন্ বাবু ! তোমার
পায়ে পড়ি আনায় খুন করোনা । (পদ ধারণ)

নগেন্ । (রীতিমত প্রহার করিয়া) যা পাপীষ্ট ! কলু-
মিত জীবন নিয়ে পালা ।—

রামকুমার । (সরোদনে) বাবারে মরে গিয়েছি ?—
(পলায়ন)

নগেন্ । হরে ! আর চোরা কুঠুমীর ভেতর কেন,
দেহেরা শালা !

হরিহর । (সকম্পিত স্বরে) বাবু ! আমায় খুন
করেনা বল !

নগেন্দ্ৰ । না বেরো ।

(হরিহর নির্গত ।)

নগেন্দ্ৰ । (রীতিমত করিয়া চাবুক প্রহার ।)

হরিহর । বাবারে গেলুম রে !—

(চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান ।)

বিনোদবালা । (নগেনের চরণধারণ পূর্বক)—নাথ !
—আমার ওপর এত ছলনা কল্পে কেন ? আমি কি অপ-
রাধ করেছিলাম ।

নগেন্দ্ৰ । (বিনোদকে বক্ষে ধারণ পূর্বক ।)

১

আয় লো আমার কমল-কুসুম !
 আয় লো আমার বিনোদ বাগা । •
 আয় লো আমার সতীর আদর্শ :
 বুকে রাখি তাকে নিবাবি জালা ।

২

কেঁদনা আমার ওলে আদরিণী
 জীবন থাকিতে দিবন। জালা ।
 আয় লো আমার কমল কুসুম
 আয় লো আমার বিনোদবাগা ॥

(গাঢ় বক্ষে ধারণা) .

বিনোদ । (সজ্জল নয়নে ।)

১

কি দোষ করেছি তোমার চরণে,
 কি হেঁচু নগেন দিলে এ জালা ?
 তোমা বিনা আমি জানিনা স্বপনে,
 চিরকাল তব বিনোদবাগা ॥

২

ভালবাসি বলে কাঁদালে আমার,
 তাই দিয়েছিলে পিরিতে বাগা ।
 সমীহ পরীক্ষা করিতে নগেন্
 ভাল দেখাইলে গোলকধাঁদা ॥

যখনিকা পতন । ঐক্যতান বাদন । ইতি দ্বিতীয় অঙ্ককাণ্ড ।

তৃতীয় অঙ্ককার ।

শেষ ধাঁদা ।

রুক্ষকান্ত বাবুর নৈঠকখানা ।

(রুক্ষকান্ত বাবু দেওয়ানজী মোসাহেব আসীন ।)

রুক্ষকান্ত । দেওয়ানজী !—আজ বড় জর বোধ
হয়েছে । -

দেওয়ানজী । আজে তা হতেই পারে ।

(হরিহর তাঁতির প্রবেশ)

হরিহর + চাই শাড়ী কাপোড় !—

সকলে । (হরিহরকে দৃষ্টে হাস্য)—

রুক্ষকান্ত । (সহাস্য)—আরে কেও হরিহর ! মাথা
মুড়ুলে কোন তীর্থে ?

হরিহর । আজে—হজুর ষোড়া দেওয়ান ভেড়া,

মোসাহেবের মাথায় বাতি ।

সেই তীর্থে মাথা মুড়িয়েছে

এ অভাগা হরে তাঁতি !!

রুক্ষকান্ত । তাইতো হে ! সকলকেই জব্ব করেছে ।

সকলে । আজ্ঞা হ্যাঁ !—

রুক্ষকান্ত । শিবু পাগল যা বলে ছিল তা ঠিক হলো,—

না বুঝতে পেরে ধোঁকায় পড়ে,

শেষ কালে সার হলো কাঁদা ।

এক এক পাকে আঠারো বাকে

দেখিয়ে দিলে গোলকধাঁদা ।

যবনিকা পতন ।

ইতি তৃতীয় অঙ্ককার প্রথম নিক্রপিত স্থল ।

সমাপ্ত ।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আ
এই “গোলকধাঁদা প্রহসন” খড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব
কাশীকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে কাপিরাইট থা
করিয়া লইলাম। ইহাতে তাঁহার নাম ব্যতীত অপর কে
সম্পর্ক রহিল না। আমার বিনামূল্যে অল্প কেহ
পুস্তক ছাপিলে আইনানুসারে ক্ষতিপূরণের দায়ী হই
হইবে।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী	প্রকাশক
ডাক সংখ্যা.....	ত্রিগণেশচন্দ্র বোস
পরিগ্রহণ সংখ্যা.....	
পরিগ্রহণের তারিখ	

